মুক্তিযোদ্ধা আঃ সালাম গণ-গ্রন্থাগার

তৃণমূল পর্যায়ের জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের একটি প্রতিষ্ঠান

ভূমিকা

মুক্তিযোদ্ধা আঃ সালাম গণ-গ্রন্থাগার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি আলোকিত প্রতিষ্ঠান। প্রথমে এটি তালা গণ-গ্রন্থাগার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১১ সালে এর এই নতুন নামকরণ করা হয়। আব্দুস সালাম মোড়ল আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তালা অঞ্চলের মুজিব বাহিনীর নেতৃত্ব দেন ও আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি নিরহঙ্কারী, নির্লোভ, দুর্নীতিমুক্ত, ও ত্যাগী মহান মানুষ ছিলেন। আজীবন তিনি ছিলেন গণ-মানুষের নিঃস্বার্থ সেবক। শিশু-কিশোর ও যুবকরা যাতে এই মহান মুক্তিযোদ্ধার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় সে প্রত্যাশায় প্রতিষ্ঠানটি তাঁর নামে নামকরণ করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল নদীভরাট, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, সুপেয় পানির সংকট, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, ফসলহানি, দরিদ্রতা, বেকারত্ব, অভিবাসন প্রভৃতি নানা সমস্যায় আক্রান্ত। পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট। এ জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন যার মাধ্যমে যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ গড়ে উঠবে, যারা স্থানীয় সমস্যা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্থানীয় সমস্যাসমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপন করার পাশাপাশি বহির্বিশ্বের সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। এ লক্ষ্যে উত্তরণ ২০০১ সালে মুক্তিযোদ্ধা আঃ সালাম গণ-গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

প্রেক্ষাপট

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্রতম এলাকা। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ডব্লিউএফপির দারিদ্র্য ম্যাপ ও বিবিএস-এর তথ্য অনুযায়ী এখানকার দারিদ্র্যের হারও বেশী। এ এলাকার প্রায় ৫০ ভাগের বেশী জমিতে লবণাক্ত পানিতে চিংড়ি চাষ হয়। চিংড়ি চাষে কৃষি কাজের তুলনায় খুব কম সংখ্যক শ্রমিকের দরকার হয়। কৃষিজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে মারাত্মক সংকট। জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে কাজের সন্ধানে দেশের অন্য স্থানে বা দেশের বাইরেও যেতে হচ্ছে। আবার এখানকার অধিকাংশ এলাকায় পানযোগ্য ভূগর্ভস্থ পানি পাওয়া যায় না বলে সুপেয় পানির সংকটও এখানে তীব্র। প্রায়শই আইলা ও সিডরের মত দুর্বিপাক বা জলোচ্ছ্বাসের শিকার হয় এ অঞ্চলের মানুষ।

এ অঞ্চলের বেশিরভাগ নদী পলি অবক্ষেপণের ফলে ভরাট হয়ে পানি নিষ্কাশনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে বৃষ্টির পানি সময়মত নিষ্কাশিত হতে পারে না। একারণে প্রতিবছর এখানকার প্রায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ এলাকা ৬ থেকে ৯ মাস জলাবদ্ধ থাকে। বিপন্ন পরিবেশ, লবণাক্ততা, সুপেয় পানির সংকট, কর্মসংস্থানের অভাব, নিয়মিত জলাবদ্ধতা ও নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হবার কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ধীরে ধীরে মানুষ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। আদমশুমারিতেও এর প্রতিফলন দেখা যায়, কারণ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এখানে তা হচ্ছে না।

এ অঞ্চলে বসবাসরত মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৭ থেকে ২৮ শতাংশ মানুষ অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীভুক্ত। ঋষি, কাওরা, নিকারী, শিকারী, মালো, হাজাম, বেহারা, জেলে, নাপিত, বাগদী, মুন্ডা, তাঁতী প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত এসব মানুষ সামাজিকভাবে চরম বৈষম্যের শিকার। ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই এ অঞ্চলে এক ধরনের দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই কারণে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়।

একারণে প্রতিকূল পরিবেশে সামাজিক অনিশ্চয়তার মধ্যেই বেড়ে উঠছে এ অঞ্চলের শিশু, কিশোর ও যুবকরা (দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ শতাংশ ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী যুবক)। সচেতনতার অভাব, বেকারত্ব ও নৈরাশ্যের কারণে যুব সমাজ সহজে বিপথগামী হয়ে পড়ছে, ফলে নানা প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে তাদের অনেকের মধ্যে মাদকাসক্তি, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও মূল্যবোধের অভাব দেখা যাচ্ছে এবং কেউ কেউ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে মারাত্মক আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এখনই এ সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এ অঞ্চলে দুই-একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান বাদে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পন্ন তেমন কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নেই। তাছাড়া এ অঞ্চলে কর্মরত স্থানীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থসামাজিক ভিত্তিও খুবই দুর্বল। এজন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। ফলশ্রুতিতে তারা যেমন সরকারের সাথে এলাকার বিদ্যমান সমস্যাবলী মোকাবেলা করতে পারবে তেমনি স্বাধীনভাবে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের সমস্যাবলী যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। একইসাথে দেশে ও দেশের বাইরে নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

গণ-গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে গ্রন্থাগারের সংগ্রহে আছে ১২০০০ বই ও ১০০০ ই বুক, ৪২ টি স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল, রেফারেন্স বই সমৃদ্ধ একটি রেফারেন্স গ্যালারী, ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে আছে ফ্রি ওয়াইফাই, ৫ টি কম্পিউটার, একটি ইমার্জেন্সী রেসপন্স উপকরণ সংবলিত ডিজাস্টার রিসোর্স সেন্টার, আছে শিশু সাহিত্য কেন্দ্রসহ বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রন্থাগারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, রয়েছে ৩৫/৪০ জন পাঠকের ব্যবহার উপযোগী ২টি পাঠ কক্ষ এবং গ্রন্থাগার পরিচালনায় ৩ জন সার্বক্ষণিক কর্মী ও ১৪৭ জন স্বেচ্ছাসেবক। রয়েছে ভোলা উপজেলা সদরে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করার মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি।

গণ-গ্রন্থাগারের চলমান কার্যক্রম

বই পড়া

নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত এই দুই ধরণের সদস্যরা এ গ্রন্থাগারে বই পড়ার সুযোগ পায়। আবেদন পত্র ক্রয় বাবদ ও ভর্তি ফি বাবদ (২০+২০০) ২২০ টাকা জমা দিয়ে যে কেউ গ্রন্থাগারের নিবন্ধিত সদস্য হতে পারেন। অনিবন্ধিত সদস্যরা শুধুমাত্র অফিস চলাকালীন সময়ে গ্রন্থাগারের পাঠ কক্ষে বই নিয়ে পড়তে পারেন তবে নিবন্ধিত সদস্যরা অনধিক ২টি বই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজ আয়ত্বে রাখতে পারে। বর্তমানে দৈনিক গড়ে ৪০ জন পাঠক গ্রন্থাগারের বই পড়ার সুযোগ গ্রহণ করে।

এ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে "আলোকিত মানুষ চাই" শিরোনামে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত হয়ে স্কুল পর্যায়ে ১৬ সপ্তাহ ও কলেজ পর্যায়ে ১৮ সপ্তাহ বই পড়া কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচিতে জেলা সদরে অবস্থিত ৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩ টি কলেজের শিক্ষার্থীদের ১২ টি বই পড়ার জন্য দেয়া হয়। বই পড়া কর্মসূচির শেষে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র প্রণীত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে গ্রন্থাগারের উদ্যোগে স্থানীয় সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সৃজনশীল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি এসকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের লেখা কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ নিয়ে প্রতি তিন মাস পরপর দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

পত্র-পত্রিকা

প্রতিদিন ৪২ টি দৈনিক (আঞ্চলিক ও জাতীয়) পত্রিকা পাঠকদের জন্য সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিখ্যাত জার্নাল, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা গ্রন্থাগারের সংগ্রহে থাকে। পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী সংরক্ষিত পুরাতন পত্রিকা পড়া ও প্রয়োজনে ফটোকপি করার সুযোগ দেয়া হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানবাধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন, নারীর প্রতি সহিংসতা, রাজনৈতিক সহিংসতা, কৃষি ও দুর্যোগ বিষয়ের উপর পেপার কার্টিং করে বই তৈরি করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষিত বেকার, চাকরী প্রত্যাশী ও কর্মজীবী তরুণদের চাকরীর খবরা-খবর জানাতে গ্রন্থাগারে জব গ্যালারীতে বিভিন্ন চাকরীর খবর সংবলিত পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি টানানো হয়।

পাঠক ফোরাম

শিশু কিশোর ও যুবকদের মধ্যে বই, পত্র পত্রিকা ও খবরের কাগজ পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষে গ্রন্থাগারের ২৪৭ জন স্বেচ্ছাসেবকের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে "পাঠক ফোরাম"। পাঠক ফোরামের ১৯ সদস্যবিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি রয়েছে। তালা উপজেলা সদরের স্কুল ও কলেজের সঙ্গে পাঠক ফোরাম নিয়মিত ভাবে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পড়ার প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সৃজনশীল লেখা ও রচনা প্রতিযোগিতা, নির্ধারিত বিষয় নিয়ে পাঠচক্রের আয়োজন এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করে। পাঠক ফোরামের এসকল উদ্যোগ বাস্তবায়নে গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে সার্বিক সহায়তা করা হয়। এর পাশাপাশি গ্রন্থাগারের সদস্য বৃদ্ধি, স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ এবং গ্রন্থাগারের বিষয়ে মানুষের ইতিবাচক মনোভাব তৈরীর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ ও আলোচনা করে পাঠক ফোরাম।

এছাড়া গণ-গ্রন্থাগারের উদ্যোগে সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবকরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিম্নলিখিত সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে:

মানবাধিকার সুরক্ষা

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও সমাজের সকল স্তরে বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য গ্রন্থাগারের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ২১ সদস্য বিশিষ্ট "বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটি"। এ কমিটির মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির সাথে সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় বাল্যবিবাহ বন্ধ করার মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারণা চালানো হয়। দেশে বা দেশের বাইরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে গ্রন্থাগারের স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে নিয়ে এ কমিটি মিটিং, মিছিল, র‍্যালী, মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা সহ নানাবিধ কর্মসূচীর আয়োজন করে থাকে।

ফালা ব্লাড ডোনার ক্লাব

পাঠক ফোরামের সদস্যদের নিজ প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে "ফালা ব্লাড ডোনার ক্লাব"। এ ক্লাব জরুরী প্রয়োজনে রোগীকে রক্তদানের পাশাপাশি বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা, নিয়মিত রক্তদানের উপকারিতা সম্পর্কে সকলকে জানানো, সকলকে রক্তদানে উৎসাহিত করাসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ৯ জন সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটি এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ ক্লাবের সদস্যরা মোট ১১৪ জন মুমূর্ষ রোগীকে বিনামূল্যে রক্ত দান করেছে।

দুর্যোগ প্রশমন

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগকালীন উদ্ধার, অনুসন্ধান ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারের ২৪৭ জন স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্য থেকে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি" গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে। এ কমিটি "ডিজাস্টার রিসোর্স সেন্টার" এর মাধ্যমে দুর্যোগ কবলিত এলাকার মানুষদের দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত তথ্য, উপায় ও প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এছাড়া দুর্যোগের আগে, দুর্যোগকালীন সময়ে ও দুর্যোগের পরে করণীয় সম্পর্কে বিপদাপন্ন এলাকার মানুষকে সচেতন করতে র‍্যালী, পথনাটিকা ও মক মহড়া করে থাকে। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন করার পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ এ অঞ্চলের যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বেচ্ছা সেবা দিয়ে থাকে।

আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

মুক্তিযোদ্ধা আর সাধারণ গণ-গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থার অনেক উন্নয়ন করার সুযোগ রয়েছে। আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে গ্রন্থাগারের চলমান কার্যক্রমকে আরো সুসংগঠিত করা এবং আরো সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। গণ-গ্রন্থাগারের উন্নয়নে আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনাসমূহ নিম্নরূপ:

- বর্তমানে ভাড়া বাড়িতে একটি ছোট্ট পরিসরে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে আমরা গ্রন্থাগারের একটি নিজস্ব [illegible] গড়ে তুলতে চাই। [illegible] বর্তমানে এই গ্রন্থাগার যে সকল কার্যাবলী বাস্তবায়ন করে তা যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি ও [illegible] থাকবে। ইতিমধ্যে এ লক্ষ্যে [illegible] উপজেলা সদরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি ক্রয় করা হয়েছে।
- গ্রন্থাগারের পাঠক ফোরামের মাধ্যমে বই পড়া কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা হবে। গ্রন্থাগারের উদ্যোগে সকল বয়সের সকল স্তরের পাঠকদের বই পড়ায় উৎসাহী ও আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। [illegible] সাথে পরিচালিত বই পড়া কর্মসূচি (আলোকিত মানুষ চাই) আরও সম্প্রসারণ করা হবে। আরও নতুন নতুন স্কুল-কলেজকে এ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। পাশাপাশি পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাগারের বই এর সংখ্যা আরো অনেক বৃদ্ধি করা হবে। গ্রন্থাগারকে আরো সমৃদ্ধশালী করার জন্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত [illegible] বই ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত প্রয়োজনীয় সকল বই সংগ্রহ করা হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের প্রকাশিত সাময়িকী ও জার্নাল সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেয়া হবে যাতে গবেষকরা গবেষণা কাজে তা ব্যবহার করতে পারেন।
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের [illegible], জলবায়ু পরিবর্তন, নারীর প্রতি সহিংসতা, রাজনৈতিক সহিংসতা, [illegible] ও দুর্যোগ সহ [illegible] প্রয়োজনীয় বিষয়ে [illegible] বই তৈরি করা এবং এ সব বই [illegible] দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে যাতে তাঁরা এলাকার উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এগুলো বিবেচনায় নিতে পারেন।
- গ্রন্থাগারের স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও [illegible] কমিউনিটি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে এবং বর্তমান কার্যক্রম আরো সুসংগঠিত করা হবে। যাতে এ অঞ্চলে [illegible] হ্রাস পায়, দুর্যোগ মোকাবেলায় সামাজিক ক্ষমতায়ন হয়, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উপায় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
- [illegible]
- [illegible]
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সকল উপজেলা [illegible] গণ-গ্রন্থাগারের উপকেন্দ্র বা শাখা গড়ে তোলা হবে। [illegible] বই পড়ায় উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং [illegible] বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

একথা সত্য যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রত্যাশা করা হলেও বাস্তবে তা সম্ভব হচ্ছে না। জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন জীবনব্যাপী শিক্ষা। নিরবচ্ছিন্ন লেখাপড়ার মধ্যদিয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বড় ভূমিকা রাখতে পারে। মুক্তিযোদ্ধা আঃ সালাম গণ-গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠকরা বিশেষ করে তরুণ সমাজ নিজেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক ও নারী পাচার প্রতিরোধ, নাগরিক অধিকার চর্চা ও নাগরিক সেবা প্রদানের একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই গ্রন্থাগারের আরো সম্প্রসারণের মাধ্যমে যদি গণ-গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক যথার্থ আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তাহলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সমস্যাবলী মোকাবেলায় সক্ষম একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে। সরকার ও জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে না।

উত্তরণ
বাড়ি-৩২, সড়ক-১০/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৮৮-০২-৯১২২৩০২
ই-মেইল : uttaran.dhaka@gmail.com, ওয়েব : www.uttaran.net